তারিখ ... 6 MAR 2013 ...
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

নর্থসাউথ বিশ্ববিদ্যালয় জঙ্গিমুক্ত করতে কঠোর অবস্থানে কর্তৃপক্ষ

● ৩ ইমাম বহিষ্কার ● বাতিল হচ্ছে প্রক্টরিয়াল বডি ● শিক্ষক-পরিচালক শনাক্ত

রাকিব উদ্দিন

নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয়কে (এনএসইউ) জঙ্গিবাদমুক্ত করতে কঠোর অবস্থানে কর্তৃপক্ষ। ধর্মীয় জঙ্গিবাদের সঙ্গে সম্পৃক্ততার দায়ে সোমবার তিনজন ইমামকে বহিষ্কার করা হয়েছে। শিক্ষার্থীদের জঙ্গিবাদের আদর্শে উদ্বুদ্ধ করার অভিযোগে বাতিল করা হচ্ছে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টরিয়াল বডি। নিষিদ্ধ সংগঠন হিযবুত তাহরীর ও উগ্র জামায়াতী আদর্শ লালনের দায়ে ইতোমধ্যে বেশ কয়েকজন শিক্ষক, একজন নিরাপত্তা কর্মকর্তা ও একজন পরিচালককে চিহ্নিত করেছে কর্তৃপক্ষ। বিশ্ববিদ্যালয়ের দুটি মসজিদকে ঘিরে শিক্ষার্থীরা বিপথগামী আদর্শে জড়িয়ে পড়ায় মসজিদ দুটি বন্ধের সিদ্ধান্তও নিয়েছে কর্তৃপক্ষ।

সোমবার বিকেলে এনএসইউর ভারপ্রাপ্ত উপাচার্য প্রফেসর ড. আবদুস সাত্তার সিনিয়র শিক্ষকদের সঙ্গে আলোচনা করে এ সিদ্ধান্ত নিয়েছেন বলে বিশ্ববিদ্যালয়ের একাধিক তিন সংবাদকে জানিয়েছেন। যদিও সোমবার গণজাগরণ মঞ্চের কর্মী ব্লগার স্থপতি আহমেদ রাজীব হায়দার হত্যাকাণ্ডে জড়িত থাকার অভিযোগে গ্রেফতার পাঁচ ছাত্রকে বহিষ্কার করা হয়েছে।

এ বিষয়ে বক্তব্য জানতে এনএসইউর ভারপ্রাপ্ত উপাচার্য প্রফেসর ড. আবদুস সাত্তারের সঙ্গে সেলফোনে যোগাযোগের চেষ্টা করলে তিনি ফোন ধরেননি। তবে বিশ্ববিদ্যালয়ের ট্রাস্টি বোর্ডের সদস্য আজিম উদ্দিন আহমেদ সংবাদকে বলেন, 'বিশ্ববিদ্যালয়ে কোন মসজিদ ছিল না, ছিল নামাজের স্থান। কিন্তু আমাদের না জানিয়েই সাবেক উপাচার্য প্রফেসর হাফিজ জিএ সিদ্দিকী দু'জন ইমাম নিয়োগ দিয়ে এখানে মসজিদ চালু করেন। মসজিদকে কেন্দ্র করে কিছু ছেলে

কর্তৃপক্ষ : পৃষ্ঠা : ১৫ ক : ১

কর্তৃপক্ষ : কঠোর অবস্থানে

(১ম পৃষ্ঠার পর)

ভিন্ন পথে চলে যায়, যা আমাদের খুবই মর্মাহত করেছে। তাই বর্তমান প্রশাসন ইমামদের বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন'। তিনি আরও বলেন, 'আমরা চাই প্রত্যেক ছেলেমেয়েই ভালোভাবে মানুষ হোক। কিন্তু সাম্প্রতিক সময়ে দেখা গেছে, কিছু ছেলে মানসিকভাবে বিকারগ্রস্ত হয়ে পড়ছেন, যা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাবমূর্তিও ক্ষুণ্ন করছে'। জানা গেছে, এনএসইউ থেকে বহিষ্কৃত ইমামরা হলেন- মাওলানা দেলোয়ার হোসেন, মাওলানা হারুনুর রশিদ ও মাওলানা জিয়াউর রহমান। তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিল, তারা মসজিদে নামাজের সময় শিক্ষার্থীদের উগ্র ধর্মীয় আদর্শের প্রতি উদ্বুদ্ধ করেন। নানা উগ্র পন্থায় শিক্ষার্থীদের মদদ জোগান। এখন মসজিদের কার্যক্রম বন্ধ থাকলেও নামাজের জন্য একটি কক্ষ রাখা হবে এবং এটি সিসি ক্যামেরার আওতায় আসবে। এনএসইউর শিক্ষকরা জানান, সোমবারের সভায় সিদ্ধান্ত হয়েছে তিন সদস্য বিশিষ্ট প্রক্টরিয়াল বডি পুনর্গঠনের। এরমধ্যে থেকে বাদ পড়ছেন প্রক্টর ড. আবু সাইদ ও সহকারী প্রক্টর হান্নান মিয়া। অপেক্ষাকৃত সিনিয়র শিক্ষক সংবাদকে বলেন, 'এক বছরের বেশি সময় ধরে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের পদটি শূন্য আছে। উপ-উপাচার্যের পদটি শূন্য আছে প্রায় তিন বছর ধরে। ট্রেজারার ভারপ্রাপ্ত উপাচার্যের দায়িত্ব পালন করছেন। তিনি অতিরিক্ত কাজের চাপ সামলাতে হিমশিম খাচ্ছেন। এই সুযোগে গত দু'তিন বছরে শিক্ষক-শিক্ষার্থী ও কর্মকর্তারা ব্যাপক হারে উগ্র ধর্মীয় কাজে জড়িয়ে পড়েছেন'। বর্তমানে এনএসইউতে প্রায় ১২ হাজার শিক্ষার্থী ও প্রায় ৪০০ শিক্ষক আছেন। এছাড়াও কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের ৩/৪ জন শিক্ষক, রেজিস্ট্রার মো. শাহজাহান, ট্রাস্টি বোর্ডের সচিব গোলাম রব্বানী, কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের শিক্ষক ড. আতাউর রহমান ও ড. আবুল এল হক, ব্যবসায়ী অনুষদের শিক্ষক হান্নান মিয়া, একজন পরিচালক (একটি বিশেষ বাহিনীর বহিষ্কৃত কর্মকর্তা), একজন নিরাপত্তা ব্যবস্থাপককে (তিনিও বিশেষ বাহিনীর বহিষ্কৃত কর্মকর্তা) চাকরিচ্যুতির চিন্তাভাবনা করছেন কর্তৃপক্ষ। এসব কর্মকর্তা বরাবরই শিক্ষার্থীদের ধর্মীয় জঙ্গিবাদের দিকে ঠেলে দিচ্ছে বলেও বিশ্ববিদ্যালয়ের ঊর্ধ্বতন মহল ধারণা করছেন। উপরোক্ত ব্যক্তিদের বিষয়ে জানতে চাইলে আজিম উদ্দিন আহমেদ বলেন, 'বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিবেশ স্বাভাবিক রাখতে যা যা প্রয়োজন, এখন তাই করা হবে। এ বিষয়ে ব্যবস্থা নেয়ার জন্য বিভিন্ন ধাপে তিন কমিটি, একাডেমিক কাউন্সিল ও সিন্ডিকেট আছে। তারাই ব্যবস্থা নেবে'।